# সংঘর্ষ ও নির্মাণ

শংকর গুহনিয়োগীর জীবন, রচনাবলি, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন

संघर्ष ओ निर्माण, संम्पादन : पूर्णेंदु बासु व शंकर सान्याल,
प्रकाशक : अनुष्टुप, जनवरी-1992, 60 रूपये।

সম্পাদনা : পূর্ণেন্দু বসু শংকর সান্যাল

## সূচি

অনুষ্টুপের নিবেদন ॥ অনিল আচার্য [ ৭ ]

সম্পাদনা প্রসঙ্গে ॥ পূর্ণেন্দু বসু / শংকর সান্যাল [ ৯ ]

শংকর গুহনিয়োগীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥ পূর্ণেন্দু বসু ১

## ১

*প্রবন্ধ ৯ – ৯৮*

ভূমিকা ॥ পূর্ণেন্দু বসু / শংকর সান্যাল ১১

মার্কসবাদের মূলসূত্র ১৫ ২রা-৩রা জুন শহীদ দিবস, শপথ দিবস ২২ ছত্তিশগড় ও জাতি সমস্যা ২৭ খনি, মেশিনীকরণ ও মানুষ ৩২ মেশিনীকরণ ও নারী ৪২ বিকল্প শিল্পনীতি (খসড়া) ৪৬ ছত্তিশগড়ের ছাত্র রাজনীতিতে চাই নতুন আলো ৫২ ছত্তিশগড়ের বিকাশে ছাত্রদের ভূমিকা প্রসঙ্গে ৫৫ ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সমস্যা ৫৮ ভিলাই : কিছু তথ্য ৬৮ সংসদীয় ব্যবস্থা : একটি বিতর্ক ৭৩ বাঁকের মুখে দাঁড়ানো দেশকে কে আজ পথ দেখাবে ৭৭ আমাদের পরিবেশ ৮৩

*চিঠিপত্র ৯৯ – ১০৩*

*কবিতা সংকলন ১০৫ – ১২১*

ভূমিকা ॥ শোভন সোম ১০৭

হে জীবন, তুমি আজ বিমর্ষ কেন ১০৯

শান্তি বিপ্লব ও বিকাশ ১২০ সূর্য ১২১

*সাক্ষাৎকার ১২৩ – ১৩৬*

ভূমিকা ১২৪

প্রসঙ্গ : ট্রেড ইউনিয়ন – সাক্ষাৎকার : ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল ইন্সটিটিউট ১২৫ মার্কসবাদ ব্যর্থ কথাটা সঠিক নয় – সাক্ষাৎকার : কুশল দেবনাথ ১২৯ আমি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাস করি – সাক্ষাৎকার : অনিল শুক্ল ১৩৩

## ২

ছত্তিশগড় ও তার সাতটি জেলা - মানচিত্র ১৩৯ এক নজরে ছত্তিশগড় - কিছু পরিচয় ১৪০ ছত্তিশগড় : একটি ইতিহাস পরিচয় ॥ শংকর সান্যাল ১৪১ ছত্তিশগড়-আন্দোলনের সংগঠন-পরিচিতি ॥ শংকর সান্যাল ১৪৩ শ্লোগান পরিচিতি ॥ পূর্ণেন্দু বসু ১৪৮

*আন্দোলন পরিচিতি ১৫০ – ১৮০*

মুক্তির সন্ধানে ॥ ভারত ডোগরা ১৫০ মেশিনীকরণের বিরুদ্ধে লড়াই ॥ ডা: পুণ্যব্রত গুণ ১৫৪ দল্লী-রাজহারার জনস্বাস্থ্য আন্দোলন ॥ ডা: পুণ্যব্রত গুণ ১৭২ ভিলাই শ্রমিক আন্দোলন - একটি রিপোর্ট ॥ পূর্ণেন্দু বসু ১৭৭

# মেশিনীকরণের বিরুদ্ধে একটি লড়াই !

মেশিনের সঙ্গে মানুষের ঝগড়া অনেকদিনের. শিল্পবিপ্লবের পর একের পর এক নতুন নতুন মেশিন আবিষ্কার হতে থাকল, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হতে লাগল. কম বেশী প্রত্যেকটা মেশিনই বেশ কিছু মজুরের ছাঁটাইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়. নতুন কর্মসংস্থানের পথ অবরুদ্ধ করে, প্রথম যুগের শ্রমিকরা সেদিন শুরু করেছিলেন 'মেশিন ভাঙার লড়াই'। সে লড়াই সফল হয়নি, তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে উন্নততর প্রযুক্তি. উন্নততর মেশিন. নিয়ে বারবার পুঁজিপতিরা আক্রমণ হেনেছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর. আর মেহনতী মানুষ বারবার সেসব আক্রমণের মোকাবিলা করে চলেছে। এই দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের এক পর্ব আজ অভিনীত হচ্ছে ভারতের এক প্রান্তে, সুদূর ছত্তিশগড়ে। আজ সেই লড়াইয়ের কথা শোনাবো। 'মেকানাইজেশন' 'অটোমেশন', 'কম্পিউটারাইজেশন' বিরোধী অন্যান্য আন্দোলনগুলির সঙ্গে এ আন্দোলনের কয়েকটি ফারাক আছে, ভারতের মধ্যে একমাত্র এখানেই শ্রমিকরা দীর্ঘ ১০ বছরেরও বেশী সময় মেশিনীকরণকে রুখে রেখেছেন, কেবল রুখেই রাখেননি. হাজির করেছেন বিকল্প আধুনিকীকরণের ধারণা। মালিকদের বাধ্য করেছেন বিকল্প ধারণার কিছু অংশকে বাস্তবায়িত করতে। যুক্তি. তথ্য হাজির করে প্রমাণ করেছেন সরকারের আধুনিকীকরণের নীতি জনবিরোধী। বলেছেন জনমুখী আধুনিকীকরণ, দেশপ্রেমিক শিল্পনীতি কী হওয়া উচিৎ।

ঘটনাস্থল– মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় এলাকার দল্লী-রাজহরা শহর. পাত্র-ভিলাই ইস্পাত প্রকল্প (BSP) আর ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ (C M S S) এর পতাকাতলে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ঠিকাদারী খনিশ্রমিক। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে বুঝতে হলে আমাদের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে একটু ধারণা করে নিতে হবে।

ছত্তিশগড় : মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণপূর্ব সাতটি আদিবাসী প্রধান জেলা নিয়ে ছত্তিশগড় - দুর্গ, রাজনন্দগাঁও, রায়পুর, বস্তার, বিলাসপুর, রায়গড়, সরগুজা। ছত্তিশগড় প্রাকৃতিক সম্পদে প্রচণ্ড রকমভাবে সম্পদশালী। লোহা, কয়লা, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, কোয়ার্টজাইট, তামা, ইউরেনিয়াম, টিন, বক্সাইট, ফেলস্পার, ম্যাঙ্গানিজের খনি ছড়িয়ে আছে ছত্তিশগড়ের বুকের ওপর, আছে বিশাল কৃষিযোগ্য ভূমি। ছত্তিশগড়ের নদীগুলোতে বছরের প্রায় সব সময়ই জল থাকে। নদী ছাড়াও আছে পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে উৎপন্ন বড় বড় জলাশয়। ছত্তিশগড়ের জঙ্গলগুলিতে আছে সেগুন, শাল, তেন্দু, মহুয়া প্রভৃতি বনজ সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ভিত্তি করে ছত্তিশগড়ে গড়ে উঠেছে বড় বড় শিল্প উদ্যোগ, যেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি পাবলিক সেক্টরে।

একদিকে এত সম্পদ, অন্যদিকে ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার কারণ বড়শিল্পগুলি আর তার সাথে সরকারের জনবিরোধী বননীতি।

ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট : রুশী সহায়তায় পঞ্চাশের দশকে স্থাপিত হয়েছিল B S P, দুর্গ জেলায়। ভিলাই লোহা-আকর নেয় দল্লী-রাজহারা, মহামায়া ও আড়িডুংরি খনি থেকে। এ লোহাখনিগুলো দুর্গ জেলায় অবস্থিত। কোয়ার্জাইট পায় দুর্গ জেলারই দানীটোলা খনি থেকে। লাইম স্টোন আর ডোলোমাইট আসে যথাক্রমে দুর্গের নন্দিনী খনি আর বিলাসপুরের হীরী খনি থেকে।

ভিলাইয়ের কারখানাকে জল জোগায় তন্দুলা, গোন্দলী, বইডিহি, খরখরা, গংগরেল প্রভৃতি বড় বড় জলাশয়। ফলে দুর্গের চাষের জমির জন্য জল মেলে না। ভিলাইয়ের জন্য কাঁচা মাল বহন করতে রেল লাইন বসেছে দল্লী-রাজহরা থেকে ভিলাই অবধি, বিনষ্ট হয়েছে হাজার হাজার একর কৃষিযোগ্য জমি আর বনভূমি, বর্জ্যপদার্থে লাগাতার দূষিত হয়ে চলেছে জল বাতাস আর মাটি, পুরোপুরি ভাবে বিপর্যস্ত আজ দুর্গ জেলার প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বছরের পর বছর দুর্গ 'খরাগ্রস্ত অঞ্চল' হিসাবে ঘোষিত হয়ে চলেছে।

এত কিছু নিয়েছে ভিলাই ছত্তিশগড় থেকে, দেয়নি কিছুই, দুঃখকষ্ট ছাড়া। ভিলাই কারখানার বিপুল কর্মী বাহিনীর মধ্যে কেবল নীচের স্তরের এক অংশই ছত্তিশগড়ী, যাঁরা খনিতে পাথর ভাঙেন। তাঁদেরকেও কর্মচ্যুত করার চেষ্টা চলছে নানাভাবে। তাই কংগ্রেস (ই)র মধ্যপ্রদেশ কমিটির অধ্যক্ষ চন্দুলাল চন্দ্রাকর অবধি বলতে বাধ্য হয়েছেন, ভিলাই ছত্তিশগড়ের মানুষের জন্য এক অভিশাপ।

**দল্লী-রাজহারা :** দল্লী আর রাজহারা দুটি পাহাড়ের নাম, লোহা পাথরের পাহাড়। দল্লী পাহাড়ে তিনটি লোহাখনি দল্লী, ময়ুরপানি আর ঝরণদল্লী। রাজহারায় দুটি, রাজহারা আর কোকান। এই খনি পাঁচটিকে কেন্দ্র করে বনজঙ্গল কেটে পঞ্চাশের দশকে গড়ে উঠেছিল দল্লী-রাজহারা খনি শহর, বর্তমানে যার জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার। দল্লী-রাজহারার অর্থনীতি মূলতঃ খনি নির্ভর। দল্লী-রাজহারার উপর নির্ভর করে বেঁচে রয়েছেন ডোণ্ডীলোহারা ব্লকের আরও প্রায় একলাখ মানুষ, যাঁরা রুটি রুজি যোগাড় করতে কাঠ, সব্জী, শস্য, দুধ প্রভৃতির পসরা নিয়ে আসেন দল্লীতে, দল্লীতে যোগানের জন্য কৃষিকাজ করেন। 'দল্লী রাজহারা খনি সমূহ' বা Dalli Rajhara Group of Mines বলতে উপরোক্ত পাঁচটি খনি ছাড়াও আরও দুটি খনিকে বোঝায়, দল্লীর ১৮ কিলোমিটার দূরের মহামায়া লোহাখনি আর ২০ কিলোমিটার দূরের আড়িডুংরি লোহাখনি। এগুলি BSP-র 'Captive Mines' অর্থাৎ খনিগুলির মালিক BSP।

**ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ** ( CMSS ): ১৯৭৭-এ দল্লী-রাজহারাকে সংবাদপত্রের হেডলাইনে নিয়ে এসেছিল CMSS। '৭৭ এর মার্চ অবধি দল্লীর ঠিকাদারী ও কো অপারেটিভ সোসাইটি ভুক্ত শ্রমিকরা মূলত ছিলেন AITUC নিয়ন্ত্রিত সংযুক্ত খাদান মজদুর সংঘে (SKMS বা লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন)। কিছু অংশ ছিলেন INTUC নিয়ন্ত্রিত তেরঙ্গা ইউনিয়নে। বোনাস সংক্রান্ত এক আন্দোলনে নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে দুটি ইউনিয়নেরই অধিকাংশ সদস্য বেরিয়ে এসে গড়ে তোলেন CMSS বা লাল হরা ইউনিয়ন, লালহরা–লাল সবুজ, শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর রঙ, CMSS-এর পতাকার রঙ।

মার্চে CMSS এর জন্ম আর জুনে পুলিশী গুলিচালনা –১১ জন শহীদ হলেন। CMSS তখন কিছু অর্থনৈতিক দাবী নিয়ে লড়ছিল। গুলি-কাণ্ডে কিন্তু CMSS দমে যায়নি, ধীরে ধীরে সংগঠন ছড়িয়েছে দানীটোলা, হীরী, বিলাসপুর জেলার বারদোয়ারে ( রাউরকেল্লা স্টীল প্ল্যান্টের ডোলোমাইট খনি), রাজনন্দগাঁও জেলার চাঁদি ডোংরি ম্যাঙ্গানীজ খনিতে, বস্তার জেলার আড়িডুংরি লোহাখনিতে। কেবল অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ চলেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, নারীমুক্তি। কৃষকদের সংগঠিত করা হয়েছে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার ব্যানারে। (ডোণ্ডী লোহারা বিধানসভা ক্ষেত্রের বর্তমান বিধায়ক ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার।)

কেবল 'সংঘর্ষ' অর্থাৎ আন্দোলনই নয়, তার পাশাপাশি CMSS চালিয়েছে 'নির্মাণের' কাজ, বিকল্পের খোঁজ। গড়ে উঠেছে কয়েকটি স্কুল, নবযুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য 'শহীদ গ্যারেজ', স্বাস্থ্য আন্দোলনের কেন্দ্র 'শহীদ হাসপাতাল'। এহেন CMSS BSP -র সাথে লড়ছে গত একদশক ধরে খনিতে মেশিনীকরণ রুখে রাখতে। এতো গেল প্রেক্ষাপট, খনিতে মেশিনীকরণ-এর ব্যাপারটা বুঝতে গেলে এছাড়াও আমাদের একটু জানতে হবে ম্যানুয়াল খনি আর মেকানাইজড খনির কার্য পদ্ধতি।

## ম্যানুয়াল খনির কার্যপদ্ধতি

১. প্রথমে প্রস্পেক্টিং-এর কাজ অর্থাৎ মাটি বা পাথর খুঁড়ে দেখা কোথায় ভাল আকরিক আছে।

২. এরপর কোয়ালিটি ব্লকিং, যাতে খননের উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করা হয়।

৩. কোয়ালিটি ব্লকিং এর পর ব্লক প্রিপারেশন করা হয় অর্থাৎ আকরিকের ওপর মাটি ও পাথরের স্তর থাকলে তা সরানো হয়। আসা যাওয়ার রাস্তা তৈরী করা হয়।

৪. ড্রিলিং অর্থাৎ আকরিকে ছেঁদা করা। যে সব ছেঁদায় ডিনামাইট রেখে বিস্ফারণ ঘটানো হবে।

৫. ব্লাস্টিং – ডিনামাইট ফাটিয়ে বড় বড় আকরিকের চাঙড় আলগা করার কাজ।

৬. রেজিং – বড় চাঙড়গুলোকে শাবল আর ঘণ (বড় হাতুড়ি) দিয়ে ভাঙেন পুরুষ শ্রমিক। ভাঙা টুকরোগুলোকে ছোট হাতুড়ি মেরে আরও ছোট করেন মূলতঃ নারী রেজিং শ্রমিক। তারপর দু সাইজে টুকরোগুলো ভাগ করে রাখা হয় –০ থেকে ১০ মিঃ মিঃ আর ১০ থেকে ৮০ মিঃ মিঃ।

৭. ট্রান্সপোর্টিং– এবার ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের কাজ, তাঁরা ঝুড়িতে করে আকরিক ভরেন টিপ্পার ট্রাকের ডালায়, ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে যান গন্তব্যস্থলে।

ম্যানুয়েল অর্থাৎ অযন্ত্রীকৃত পদ্ধতিতে যন্ত্র বলতে লাগে প্রস্পেক্টিং এর কাজে বোর অর্থাৎ খোঁড়ার যন্ত্র ড্রিলিং মেশিন, শাবল, হাতুড়ি গাঁইতি, কোদাল প্রভৃতি।

রাজহারা খনি সমূহের ছয়টি খনিতে (কোকান, দল্লী, ঝরণদল্লী, ময়ুরপানি, মহামায়া ও আড়ি ডুংরি) ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে খনন কার্য হতো আগে। সম্প্রতি আড়িডুংরিকে মেকানাইজ করে দেওয়া হয়েছে, এখানকার শ্রমিক সংগঠন (AITUC নিয়ন্ত্রিত) মেশিনীকরণকে রুখতে পারেনি।

## যন্ত্রীকৃত খনির কার্যপদ্ধতি :

এসব খনিতে হয় হেভি ড্রিলিং, হেভি ব্লাস্টিং, ব্লক প্রিপারেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় বুলডোজার। মাটি আর পাথর উৎখনন করে শভেল। এ পদ্ধতিতে আকরিকের চাঙড়কে খাদানে ভেঙে ছোট করা হয় না। বড় চাঙড় শভেল দিয়ে লোড করা হয় ডাম্পারে। ডাম্পারের কাজ পরিবহন। বেশ কয়েকটি টিপ্পার ট্রাকের কাজ করতে পারে একটি ডাম্পার। বড় পাথরের যে ওজন সাধারণ টিপ্পার ট্রাক সহ্য করতে পারে না, তা অনায়াসেই সহ্য করে ডাম্পার। মেকানাইজড পদ্ধতিতে পাথর ভেঙে ছোট করার কাজ হয় প্লান্টে। জ-ক্রাশার (Jaw Crusher) ১০০০ মিলিমিটার অর্থাৎ ১ মিটার অবধি সাইজের পাথরকে ভেঙে ছোট করে, আরে ছোট সাইজে আনতে আছে কোন ক্রাশার (Cone Crusher)।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মেকানাইজড পদ্ধতিতে রেজিং শ্রমিকের কাজ করছে বুলডোজার, শভেল, জ-ক্রাশার, কোন ক্রাশার। আর ট্রানসপোর্ট শ্রমিকের কাজ করে শভেল।

দল্লী-রাজহারা খনিসমূহের রাজহারা খনি প্রথম থেকেই মেকানাইজড। সম্প্রতি আড়িডুংরি মেকানাইজড হয়েছে। BSP ম্যানেজমেন্ট গত দশকের শেষ ভাগ থেকে বার বার চেষ্টা করছে দল্লী খনিকেও মেকানাইজড করার।

## ম্যানেজমেন্ট কেন দল্লী খনিকে যন্ত্রীকৃত করতে চায় ?

দল্লী রাজহরা খনিসমূহের লোহাখনিগুলির আকরিক সঞ্চয় মোটামুটি এরকম :

রাজহারা—৩৫ মিলিয়ন টন
কোকান—৩ মিলিয়ন টন
দল্লী ও ময়ুরপানি—১৭০ মিলিয়ন টন
ঝরণদল্লী—৩৫ মিলিয়ন টন
মহামায়া—১৫ মিলিয়ন টন
আড়িডুংরি—১৮ মিলিয়ন টন
(আনুমানিক সরকারী হিসাব)

মেকানাইজ করতে যে পরিমাণ পুঁজি লাগবে, সে তুলনায় কোকান বা মহামায়ার আকরিক সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় BSP ম্যানেজমেন্ট এই খনি দুটিকে কখনওই পুরোপুরি যন্ত্রীকৃত করার কথা ভাবেনি। অপরপক্ষে দল্লীতে আকরিকের সঞ্চয় বিশাল আর দল্লী, ময়ুরপানি ও ঝরণদল্লী একই পাহাড়ে তিনটি খনি (একটি খনি যন্ত্রীকৃত হলে সহজেই অন্যগুলিকে পরে যন্ত্রীকৃত করা যায়), তাই দল্লীকে মেকানাইজ করার কাজ শুরু হয়ে যায় ১৯৭৭-এর আগেই। দল্লীতে প্ল্যান্ট বসানোর কাজ শুরু হয়ে যায়।

## ম্যানেজমেন্টের আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা কি ছিল ?

দল্লী খাদানে ম্যানেজমেন্ট মেশিনীকরণ বা আধুনিকীকরণের যে প্রকল্প নিয়েছিল, তার কতকগুলি অংশ ছিল :

১. খনি অঞ্চলে চলাচলের জন্য চওড়া রাস্তা বানানো। কারণ সাধারণ টিপ্পার ট্রাক যাতায়াতের চেয়ে অনেক চওড়া রাস্তার প্রয়োজন শভেল, ডাম্পার প্রভৃতি চালানোর জন্য।

২. হেভি ব্লাস্টিং এর জন্য প্রয়োজন হেভি ড্রিলিং, হেভি ড্রিলিং এর মেশিন (URAL 61 আর Sbsh) আমদানী করতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে।
৩. শভেল দ্বারা খনন, আকরিক সংগ্রহ এবং লোডিং-এর কাজ।
৪. ডাম্পার দ্বারা আকরিক বহন।
৫. জ'ক্রাশার–যা ১০০০ মিলিমিটার অবধি সাইজের পাথর ভেঙে ছোট করবে।
৬. কোন ক্রাশার, এতেও পাথর ভাঙার কাজ হবে।
৭. স্ক্রীনিং, সর্টিং ও ওয়াশিং (ছাঁকাই, বাছাই ও ধোলাই) প্ল্যান্ট, যেখানে আকরিকের গুণবত্তা বাড়িয়ে তাকে ইস্পাত কারখানার উপযুক্ত করা হবে।

এ পরিকল্পনা মাফিক ৬ আর ৭ নম্বর অংশ ৪০ কোটি টাকা খরচে তৈরী হয়ে যায়, '৭৭ এর আগেই। '৭৮ থেকে বাকি অংশ কার্যকর করার প্রয়াস শুরু করে B S P। সেই সময় মেকানাইজেশন করার পেছনে B S P প্রচারিত যুক্তি ছিল যে, মেকানাইজড পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কম হবে।

## CMSS মেকানাইজেশনের বিরোধিতা করলেন :

না, কেবল অন্ধ বিরোধিতা নয়–সঙ্গে সঙ্গে তথ্য আর যুক্তি দিয়ে B S P র প্রতিটি যুক্তিকে খণ্ডন করা হলো। B S P র প্রধান যুক্তি ছিল যে মেশিন লাগালে উৎপাদন খরচ কম হবে। এ যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করা হলো। ম্যানুয়েল খনির উৎপাদন খরচ মেকানাইজড খনির চেয়ে কম :

সারণী : ১

টন প্রতি উৎপাদন খরচ, টাকায় ('৭৮–'৭৯)

| ম্যানুয়াল | | মেকানাইজড খনি |
|---|---|---|
| রেজিং খরচ | ১৮.৫০ | ৩৯.৭৫ |
| ট্রান্সপোর্ট খরচ | ২২.৪২ | ৬৬.৯৯ |
| অন্যান্য খরচ | ৫.০৯ | ০.৫৭ |
| ট্যাক্স | ৪.০০ | ৪.০০ |
| মোট– | ৫০.০১ | ১১১.৩১ |

সূত্র : ভারত সরকারের ইস্পাত ও খনি দপ্তর

দেখা গেল প্রস্তাবিত ড্রিলিং ও ব্লাস্টিঙের খরচও বর্তমান পদ্ধতির চেয়ে বেশী হবে।

সারণী : ২

খরচের তুলনা ( টাকায় )

| চালুপদ্ধতির খরচ | | | প্রস্তাবিত পদ্ধতির খরচ |
|---|---|---|---|
| হ্যামার ড্রিলিং | ৪.৩০ | প্রতিমিটার | URAL 61 ও Sbsh ড্রিলিং ১১১.০০ প্রতিমিটার |
| ব্লাস্টিং | ১.৫০ | প্রতিটন | হেভি ব্লাস্টিং ৩.৭০ প্রতিটন |

সূত্র : CMSS-এর স্টাডি

সারণী : ৩

শভেল একটি সাদা হাতি
শভেল পিছু বাৎসরিক খরচ ( টাকায় )

| | |
|---|---|
| বিনিয়োগের দরুণ সুদ | ৪,৫০,০০০ |
| ডেপ্রিশিয়েশন | ৪৫,০০০ |
| রিপ্লেসমেন্ট, ডেভলপমেন্ট | ২,০০,০০০ |
| পাওয়ার শভেলের বিদ্যুৎ খরচ | ১,০৮,০০০ |
| লুব্রিকেশন | ২৮,০০০ |
| শভেলপিছু অফিসার ও শ্রমিকের খরচ | ৪,০০,০০০ |
| মোট | ১২,৩১,০০০ |

সূত্র : CMSS এর স্টাডি

দল্লী মেকানাইজেশন প্ল্যানে পাঁচটি শভেল লাগার কথা, যার জন্য মোট বাৎসরিক খরচ হবে ৬১,৫৫,০০০ টাকা। এই অর্থে দশ হাজার নতুন শ্রমিকের নিযুক্তি সম্ভব, আর এই মেশিনগুলি লাগলে বর্তমানে কর্মরত সাড়ে সাতহাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত হবেন।

## মেকানাইজেশন এলাকার অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে :

মেকানাইজেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই কেন রেজিং ও ট্রানসপোর্ট মজদুরের কাজ থাকবে না, তা আমরা দেখেছি। এঁদের ছাঁটাই করা হবে। এঁদের পরিবারবর্গের খাবার জুটবে না। এই খনি শ্রমিকদের রোজগারের ওপর নির্ভরশীল দল্লী রাজহারার দোকান বাজার বন্ধ হয়ে যাবে, আশেপাশের গ্রামের যেসব মানুষ দল্লী রাজহারার বাজারে পণ্য বিক্রি করেন তাঁরা রুজি রুটি সমস্ত হারাবেন। খনি শ্রমিকদের আয়ের একাংশের উপর নির্ভর ক'রে গ্রামে তাঁদের পরিবারের যে কৃষিকাজ চলতো তা বন্ধ হয়ে যাবে। যেসব ট্রাক খনিতে চলে, সেগুলির আর প্রয়োজন থাকবে না। এক বিশাল সংখ্যক ছোট ট্রাক মালিক, ড্রাইভার, হেল্পার, দল্লী রাজহারার গ্যারেজগুলির শ্রমিকরা বেকার হয়ে যাবেন। ধ্বংস হয়ে যাবে পুরো অঞ্চলটার অর্থনীতি ও জনজীবন। এই বাস্তব সম্ভাবনার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার ক'রে CMSS তার যন্ত্রীকরণ বিরোধী আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন জোগাড় করতে সক্ষম হয়।

## মেশিনীকরণের এই স্কীম দেশদ্রোহিতার নামান্তর :

একদিকে মেশিনীকরণ হ'লে দেশের বেকার বাহিনীতে লোকের সংখ্যা বাড়বে আর আর্থিক ও কারিগরী ক্ষেত্রে পরদেশ-নির্ভরতা বাড়বে। অন্যদিকে কারিগরী ক্ষেত্রে দেশীয় বিকাশের সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হবে। তাই মেশিনীকরণের এই পরিকল্পনা দেশদ্রোহিতা– এই দিকটিও CMSS তার প্রচারে জোরের সাথে রাখলো।

যন্ত্রীকরণের জন্য ঋণ নিতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। মেশিন ও স্পেয়ার পার্টসও কিনতে হবে সোভিয়েত দেশ থেকে। কারিগরী জ্ঞানও আসবে রাশিয়া থেকে। দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ ও দেশের আত্মনির্ভরশীলতাকে বিসর্জন দেওয়া হবে। হয়ত বা ভরবে কিছু নেতা ও আমলার বিদেশী ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট।

## C M S S-এর বিকল্প সেমি-মেকানাইজেশন প্রস্তাব :

যন্ত্রীকরণ-বিরোধী আন্দোলন যখন শুরু হয় দল্লী রাজহরায়, তখন কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার, ইস্পাতমন্ত্রী ছিলেন বিজু পট্টনায়ক। C M S S-এর নেতা শংকর গুহনিয়োগীর সঙ্গে তাঁর একটি আলোচনা হয়, তিনি C M S S-এর যুক্তিগুলি শোনেন। তিনি বলেন, যে ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে তাকে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। যদি C M S S বিকল্প নির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাব হাজির করতে পারে যাতে মজদুর ছাঁটাই হবে না আর বিনিয়োগও নষ্ট হবে না তবে ইস্পাত মন্ত্রক ভেবে দেখবে।

ইস্পাতমন্ত্রীর এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে জন্ম নিল CMSS-এর বিকল্প অর্ধ-যন্ত্রীকরণ প্রস্তাব।

১. হেভি ড্রিলিং, হেভি ব্লাস্টিং, শভেল, ডাম্পার ও জ'ক্রাশার ইত্যাদি মেশিন লাগানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে বলা হলো, বর্তমান পদ্ধতিকে চালু রাখতে বলা হলো। এতে শ্রমিক ছাঁটাই রোধ হবে। যেসব মেশিন ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গিয়েছিল সেগুলি রাজহারা যন্ত্রীকৃত খাদানে ব্যবহার করতে বলা হলো, কেননা সেখানকার যন্ত্রপাতির আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

২. কোন ক্রাশার, স্ক্রীনিং-সর্টিং-ওয়াশিং প্ল্যান্ট যা ইতিমধ্যে বসানো হয়ে গিয়েছিল তা চালু করতে বলা হলো। কারণ এতে করে প্রথমত আকরিকের গুণবত্তা বাড়বে। দ্বিতীয়তঃ খুব ছোট সাইজিং এর কাজ কোন ক্রাশার করলে রেজিং শ্রমিকরা মোট উৎপাদন বাড়াতে পারবেন, কারণ তাদের ছোট টুকরো আর করতে হবে না।

'৭৯-এর ২০ শে এপ্রিল এক চুক্তিতে ম্যানেজমেন্ট দু'বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে সেমি-মেকানাইজড পদ্ধতিতে দল্লী মাইন্সের কাজ চালাতে স্বীকৃত হলেন। বলা হলো এই দু'বছরের ফলাফল বিচার করে ঠিক করা হবে যে, দল্লীতে কোন পদ্ধতিতে কাজ চালানো হবে।

## কর্তৃপক্ষ পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেনি :

B S P ম্যানেজমেন্ট '৭৯-তে দু'বছরের জন্য অর্ধমেশিনীকরণ পদ্ধতিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছিল। চুক্তি মতো দু বছরের পর ফলাফল পুনর্বিবেচনা করেনি। দল্লী মাইন্সে '৮৯ অবধি সেমি-মেকানাইজড পদ্ধতি চলে এসেছে। কিন্তু দশ বছরে বারবার শ্রমিকদের প্রতিরোধ দুর্বল করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে ম্যানুয়েল খনির শ্রমিক সংখ্যা কমানোর যাতে করে ম্যানুয়েল খনির উৎপাদন কমে যায় এবং যুক্তি হাজির করা যায় যে উৎপাদন বাড়াতে হলে মেশিন লাগাতে হবে।

১. একটা প্রক্রিয়া আগেই চালু ছিল। তা হলো অবসর, মৃত্যু প্রভৃতির কারণে শূণ্য শ্রমিক-পদগুলিতে নতুন নিয়োগ না করা। এতে করে ম্যানুয়েল খনির শ্রমিক সংখ্যা কমছিল।

২. আগে দল্লীর রেলওয়ে সাইডিং-এ ওয়াগন লোডিং করতেন প্রায় ১০০০ মহিলা মজদুর। এদের ডিপার্টমেন্টাল করে অন্য জায়গায় সরানো হলো, ওয়াগন লোডিং করা শুরু হলো ছোট শভেল দিয়ে। এই মহিলা শ্রমিকরা যে ইউনিয়নর সভ্য ছিলেন AITUC ভুক্ত সেই SKMS ইউনিয়ন শভেলের বিরোধিতা করল না। ডিপার্টমেন্টাল করার পর এই মহিলা শ্রমিকদের ট্রান্সফার করা শুরু হলো। এদের একটা বড় অংশেরই স্বামীরা দল্লী রাজহারায় কাজ করেন, ফলে তাঁরা পরিবার বজায় রাখতে স্বেচ্ছা অবসর নিলেন।

৩. অধিকংশ খনি শ্রমিকই নিরক্ষর। তাঁদের নিক্ষরতার সুযোগ নিয়ে ৪০ থেকে ৫৮ বছর বয়সের ৫০০ জন শ্রমিককে 'বয়স বেশি' বলে অবসর নিতে বাধ্য করা হলো।

৪. কোকান খনির ডিপজিট শেষ এই বাহানায় কোকান খনি বন্ধ করে CMSS-এর ১২০০ শ্রমিককে মহামায়ায় পাঠানোর চেষ্টা করা হলো, যাতে দল্লী রাজহরায় CMSS-এর শক্তি কমে। লম্বা লড়াই চালিয়ে অবশ্য '৮৭-তে CMSS ম্যানেজমেন্টকে খনি খুলতে বাধ্য করে।

৫. যেসব এলাকায় CMSS-এর প্রভাব কম, সেখানে শভেল মেশিন চালু করে ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের ছাঁটাই অথবা ডিপার্টমেন্টাল করে ট্রান্সফার করা শুরু হলো।

৬. বারবার দল্লী, ঝরনদল্লীতে কন্ট্রাক্ট পুনর্নবীকরণ না করে শ্রমিকদের বেকার বানানোর চেষ্টা হলো, অবশ্য এ চেষ্টাগুলি অসফল হয়।

৭. যে পরিবারের পুরুষ মহিলা দুজন কাজ করেন, সেখানে পুরুষকে ডিপার্টমেন্টাল করে ট্রান্সফার করা হলো। মহিলারা স্বেচ্ছা অবসর নিলেন। কোথাও বা মহিলা শ্রমিকদের গণ ট্রান্সফার করা হলো, অনেকে স্বেচ্ছা অবসর নিতে বাধ্য হলেন। এভাবে প্রায় ৮০০ নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমলো।

৮. যাঁরা বেশ কিছু বছর কাজ করেছেন, তাঁদের আকর্ষণীয় অর্থ সহ ভলান্টারী রিটায়ারমেন্টের প্রলোভন দেওয়া হলো।

ম্যানেজমেন্টের এই প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল CMSS, কিন্তু CMSS তার শক্তি প্রায় পুরোপুরিই অটুট রাখতে সক্ষম হয়। চোট পড়ল বেশি AITUC ইউনিয়নের ওপর যার দালাল নেতারা ম্যানেজমেন্টের এ কাজে মদত করছিল। ম্যানেজমেন্ট এ প্রয়াস চালিয়েছিল '৮৪ থেকে '৮৬। পরাজয়ে হতাশ হয়ে বিশ্রাম নিয়েছিল '৮৭ আর '৮৮। আবার আক্রমণ শুরু করল '৮৮র ডিসেম্বরে, এবার আবার দল্লী মাইন্সকে মেকানাইজ করার পরিকল্পনা।

## BSP কর্তৃপক্ষের নতুন আক্রমণ :

'৮৮-এর ডিসেম্বর মাসে BSP ভিলাইয়ের এক বিশাল বেসরকারী ঠিকাদার কোম্পানীকে ১৬ কোটি টাকার ঠিকা দিলেন—দল্লী মেকানাইজেশন স্টেজ টু ( Stage II )- র জন্য অর্থাৎ পুনঃ যান্ত্রিকীকরণ। প্রথম পর্যায়ে জ' ক্রাশার, স্ক্রীনিং-সর্টিং-ওয়াশিং বসানো হবে।

এবার মেশিনীকরণের পিছনে BSP যেসব যুক্তি হাজির করেছে সেগুলি এরকম—

১. উৎপাদন বাড়ানোর জন্য মেশিনীকরণ করা দরকার।

২. ১৯৯৫ সালে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে বর্তমান মাত্রায় লোহা আকর উৎপাদন করলে চলবে না। লোহা আকরের উৎপাদন বাড়াতে হলে মেশিন চাই।

৩. ইস্পাত কারখানার নতুন ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্য আরও ভাল কোয়ালিটির লোহা আকর চাই, যা ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যাবে না।

৪. BSP কর্তৃপক্ষ বার বার বলছে যে, মেশিনীকরণ হলে শ্রমিক ছাঁটাই হবে CMSS -এর এই আশংকা অমূলক।

CMSS এবারও ম্যানেজমেন্টের প্রতিটি যুক্তি প্রতিটি বক্তব্যকে পাল্টা যুক্তি পাল্টা বক্তব্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন :

১. দল্লী রাজহারার উৎপাদন খরচও বেশী নয়, আকরের গুণবত্তাও বেশ ভালো।

সারণী : ৪

| ক্রমাংক | খনির নাম | কোথায় সরবরাহ করা হয় | প্রতি টন লোহা পাথরে উৎপাদন খরচ | গুণবত্তা (Fe %) | কতজন শ্রমিক কাজে নিযুক্ত |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | দল্লী-রাজহারা | ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট | ১০৪ টাকা | ৬৩˙৮০-৬৫˙৭৬ | ১২,০০০ |
| (২) | বরসুয়া | রাউরকেল্লা " " | | | |
| | | দুর্গাপুর " " | ৯৮ টাকা | ৬০˙৯০-৬২˙৫০ | ১,৯০০ |
| | | বোকারো " " | | | |
| (৩) | বোলানি | দুর্গাপুর " " | ১০৩ টাকা | ৬১˙৪২-৬২˙৫৭ | ১,৭০০ |
| (৪) | কিরিবুরু | বোকারো " " | ৯৩ টাকা | ৬২˙৮৩-৬৩˙৬২ | ১,৬৫০ |
| (৫) | মেগাতিবুরু | বোকারো " " | ১১৭ টাকা | ৬১˙৩৩-৬২˙৩৭ | ২,০০০ |
| (৬) | গুয়া | দুর্গাপুর " " | ৯০ টাকা | ৬০˙৩৬-৬০˙৪৪ | তথ্য নেই |
| (৭) | বাইলাডিলা | জাপান | ১২৫ টাকা | আকরে অ্যালুমিনার আধিক্য | ৩,৪০০ |

সূত্র : স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া, '৮৭ - '৮৮

দ্রঃ ক—খনিগুলি মধ্যে বরসুয়া, কিরিবুরু, মেগাতিবুরু, গুয়া, বাইলাডিলা পুরোপুরি যন্ত্রীকৃত। বোলানিতে ম্যানুয়াল আর মেকানাইজড দু'ধরনেরই খনি আছে। দল্লী রাজহারা খনিসমূহে রাজহারা, আড়িডুংরি যন্ত্রীকৃত, ঝরণদল্লী কোকান ও মহামায়া ম্যানুয়াল খনি, দল্লী ও ময়ুরপানি অর্ধযন্ত্রীকৃত।

খ—এই হিসাবে একসাথে ম্যানুয়াল ও মেকানাইজড খনির খরচ হিসাব করা হয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে এ খনিগুলির মধ্যে কয়েকটি খনির উৎপাদন খরচ দল্লী রাজহারার চেয়ে একটু কম। কিন্তু লৌহ আকরের গুণবত্তা এবং শ্রমিক কর্মসংস্থানের দৃষ্টিতে দেখলে দল্লী রাজহারার উৎপাদন খরচ এমন কিছু নয়। এখানে মনে রাখা যেতে পারে যে যেখানে

অন্যান্য দেশে ইস্পাতের উৎপাদন খরচের ৩৫% মজুরী হিসাবে দিতে হয় সেখানে ভারতে এই পরিমাণ মাত্র ৮% ।

দল্লী রাজহারা খনিসমূহের ম্যানুয়াল খনির উৎপাদন খরচ ভারতে সবচেয়ে কম। ( সারণী-৫ দ্রষ্টব্য ) ।

সারণী : ৫

খরচের তুলনা

| খনির নাম | কোন ষ্টীলপ্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয় | টনপ্রতি উৎপাদন খরচ |
|---|---|---|
| মনোহরপুর | IISCO | ১২৮.২৭ টাকা |
| বোলানি | দুর্গাপুর | ১৪৮.৬৬ টাকা |
| কালতা | রাউরকেল্লা | ১৩২.৯৭ টাকা |
| ঝরণদল্লী | ভিলাই | ৮৯.২৩ টাকা |

সূত্র : স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া ( '৮৭-৮৮ )

২. ১৯৯৫ সালে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌঁছতে মেশিন লাগবে না। চাই মাত্র ৫৪০ জন শ্রমিক।

দল্লী রাজহারায় যে কোয়ালিটির লোহা আকর পাওয়া যায় তার ১.৬ টন থেকে ১ টন ইস্পাত পাওয়া যায়।

অর্থাৎ ৫০ লক্ষ টন ইস্পাতের জন্য প্রয়োজন ৫০ লক্ষ টন × ১.৬ = ৮০ লক্ষ টন লৌহ আকর।

বর্তমানে দল্লী রাজহারা খনিসমূহের বার্ষিক লৌহ আকর উৎপাদন মোটামুটি এরকম—

| | |
|---|---|
| রাজহারা যন্ত্রীকৃত খনি | ২৮ লক্ষ টন |
| দল্লী ও ময়ুরপানি | ২৮ লক্ষ টন |
| ঝরণদল্লী | ৬ লক্ষ টন |
| মহামায়া, আড়িডুংরি ও কোকান | ১০ লক্ষ টন |
| মোট বার্ষিক উৎপাদন | ৭২ লক্ষ টন |

অর্থাৎ '৯৫-এ বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে চাই আর ৮০ লক্ষ টন − ৭২ লক্ষ টন = ৮ লক্ষ টন অতিরিক্ত লৌহ আকর।

CMSS হিসাব করে দেখিয়েছেন আর মাত্র ৫৪০ জন শ্রমিককে নিয়োগ করলে বার্ষিক লৌহ আকর উৎপাদন ৮ লক্ষ টন বাড়ানো যাবে।

৩. CMSS হিসাব করে দেখিয়েছেন যে জ' ক্রাশার লাগালে রেজিং মজদুরদের কাজ থাকবে না, জ' ক্রাশারের উপযোগী মাল সাধারণ ট্রাকে চালান করা যায় না, তাই ট্রান্সপোর্ট মজদুরও কর্মচ্যুত হবেন। মোট প্রায় ১০০০০ শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে যাবেন। যার মধ্যে CMSS এর সদস্য ৭৫০০ বাকিরা লাল ও তিরঙ্গা ঝাণ্ডার।

CMSS দাবী জানাচ্ছে যে মেশিন যদি লাগাতেই হয় তার আগে এই ১০,০০০-এর কাজের নিরাপত্তা দেওয়া হোক–

(ক) ঠিকাদার ও কো-অপারেটিভ সোসাইটি ভুক্ত শ্রমিকদের সম্মানের সাথে বিভাগীকৃত করা হোক। (Departmentalisation with Dignity) যাতে বিভাগীয়করণের পরে তাঁরা জরুরী উৎপাদনে জড়িত থাকেন। যাতে ম্যানেজমেন্ট ইচ্ছামত এঁদের ছেঁটে ফেলতে না পারেন।

(খ) অবিলম্বে গ্র্যাচুইটি দিতে হবে।

(গ) যতদিন না ডিপার্টমেন্টালাইজেশন হচ্ছে, ক্যাজুয়াল লীভ (CL) ফেস্টিভাল লীভ (FL) দিতে হবে।

৪. CMSS হিসাব করে এও দেখিয়েছেন যে, মেশিনীকরণ পুরো হয়ে গেলে দল্লী রাজহারার ১ লক্ষ ২০ হাজারের জন বসতি উজাড় হয়ে যাবে, দল্লী রাজহরায় থাকবে কেবল ২০ হাজার মানুষ।

এত গেল CMSS-এর পাল্টা যুক্তি, পাল্টা বক্তব্য, কিন্তু বাস্তব লড়াই এর ময়দানে কেমন করে লড়ছেন CMSS ?

## মেশিনীকরণ বিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী :

**জানুয়ারী** : ডিসেম্বরে মেশিন বসানোর ঠিকা পেয়ে B K Company ৯৭ জন ঠিকা মজুরকে মাটি খোঁড়ার কাজে লাগিয়েছিল, নতুন প্ল্যান্ট বানানোর জন্য। জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে তারা দল্লী মাইন্সে প্রথম মেশিন নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। CMSS এর শ্রমিকরা দিনের পর দিন মেশিনভরা গাড়ীর পথ অবরোধ করতে থাকেন, তাঁরা বলেন যতদিন না তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তা হচ্ছে ততদিন অবধি মেশিন বসতে দেওয়া হবে না।

ঠিকাদার প্রথমে ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলে কাজ চালানোর প্রয়াস নিল। তাতে বিফল হয়ে পাঁচ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ইউনিয়ন নেতাদের কেনার চেষ্টা করল।

CMSS দৃঢ় অথচ শান্তিপূর্ণভাবে 'মেশিনের রাস্তা রোকো' চালিয়ে যাচ্ছিলেন আর বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে আন্দোলনের পিছনে জনসমর্থন যোগাড় করছিলেন।

**ফেব্রুয়ারী** : ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার বিধায়ক জনকলাল ঠাকুর ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে একটি নাগরিক সভা ডাকেন, যাতে বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ, ব্যবসায়ী সংঘ, AITUC ভুক্ত SKMS ইউনিয়নের প্রতিনিধি, AITUC-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই এক জোটে দল্লী মাইন্সের নতুন মেশিনীকরণের বিরোধিতা করেন।

দল্লী মাইন্সের ক্র্যাশিং প্ল্যান্ট বসানোর কাজ অনিশ্চিত, তাই B S P কর্তৃপক্ষ H S C L-কে চারটি ছোট ক্রাশার চালানোর ঠিকা দেয়। C M S S-এর মনোবল ভাঙার জন্য প্রথম ক্রাশারটির ঠিকা (Sub Contract) দেওয়া হয় A I T U C-ভুক্ত একটি ভূয়া সমবায় সমিতিকে। A I T U C-র নেতারা গ্রামীণ বেকার যুবকদের কাছে জনপ্রতি ১৩ টাকা থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা চাকরী দেওয়ার নামে নিয়ে প্রথম ক্রাশারে পাথর বওয়ার কাজে লাগান। দ্বিতীয় ক্রাশারটির ঠিকা পায় এক স্থানীয় ঠিকাদার, সেটিতেও A I T U C-র মাধ্যমে শ্রমিক ভর্তি করা হয় ; এই শ্রমিকদের কাছ থেকে ঠিকাদার দিনে ১১-১২ ঘন্টা কাজ নিত।

C M S S এতে দমে যায়নি। ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার 'নও জওয়ান সংগঠন' লড়াই ক'রে তৃতীয় ক্রাশারটির ঠিকা ছিনিয়ে নেয়। ১২০ জন বেকারের কর্মসংস্থান হয় এটিতে, দ্বিতীয় ক্রাশারের শ্রমিকরাও অল্প কিছুদিনের মধ্যে ন্যূনতম মজুরী আর ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে লাল ঝাণ্ডা ছেড়ে লাল-হরা পতাকাতলে সামিল হন। বেগতিক দেখে H S C L চতুর্থ ক্রাশার আর চালু করেনি। হতাশ A I T U C ক্ষোভে পাগল হয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারী হিংসার আমদানী করেন। শ্রমিকে শ্রমিকে মারামারির রাজনীতি '৭৭-পর এই প্রথম আমদানী হলো দল্লী রাজহারায়।

এতদিন CMSS-এর শ্রমিকরা B K Company-র মেশিনের গাড়ী রুখছিলেন, এবার পরিস্থিতিটা অন্যরকম হলো। B K Company যে ৯৭ জন মজদুরকে প্রারম্ভিক কনস্ট্রাকশনের কাজে লাগিয়েছিল তাদের জনপ্রতি ৮ টাকা করে রুজি দেওয়া হতো। ন্যূনতম ১৭ টাকা ১৮ পয়সা মজুরীর দাবীতে এঁরা হরতাল করলেন। এঁরা Company-র সমস্ত রকম গাড়িকে আটকাতে লাগলেন।

বিপাকে পড়ে B K Company C M S S ও তার সংগঠনমন্ত্রী শংকর গুহনিয়োগীর বিরুদ্ধে দুর্গ সিভিল কোর্টে মামলা দায়ের করল যাতে এরা গাড়ি রুখতে না পারেন। এর সাথে সাথে আরেকটা অপচেষ্টা হলো A I T U C ইউনিয়নকে লড়াইয়ে শিখণ্ডী খাড়া করা, এ অপচেষ্টা সফল হলো ২ লক্ষ টাকার বিনিময়ে।

**মার্চ** : আন্দোলনে ঘটনা বহুলতা শুরু হলো মার্চ মাসে।

১০ই মার্চ : C M S S-এর প্রধান নেতা শ্রীনিয়োগী দিন দশেকের জন্য দিল্লী যান সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী একটি পদযাত্রার যোগ দিতে।

১১ই মার্চ : H S C L এর ক্রাশার তিনটি বন্ধ করে দেওয়া হলো, যাদের শ্রমিকদের মধ্যে C M S S-এর সংখ্যাধিক্য।

১২ই মার্চ : S K M S একটি মিছিল নিয়ে প্রবেশ করে ক্যাম্প এরিয়ায় যেখানে C M S S সদস্যদের বাস। নিয়োগীকে অকথ্য গালিগালাজ ক'রে C M S S সভ্যদের প্ররোচিত করা হয় যাতে তাঁরা মারপিট শুরু করেন আর আইন-শৃংখলার প্রশ্নে ১৪৪ ধারা জারী করে মেশিনীকরণ-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা যায়। C M S S সদস্যরা শান্ত থাকেন।

১৪ই মার্চ : প্রথম দুটি চাল বিফল হলো। এবার B S P এক আকস্মিক নোটিশে C M S S ভুক্ত রেজিং সমবায় সমিতি D K M S S-কে নিজের কাজের জায়গা ছেড়ে দিতে বলেন, এখানে শভেল দিয়ে উৎখনন হবে।

১৫-১৬ই মার্চ : C M S S ম্যানেজমেন্টের নোটিশের প্রতিবাদে হরতাল করে।

১৮ই মার্চ : D K M S S এরিয়ায় ট্রান্সপোর্ট শ্রমিকদের attendance নেওয়া বন্ধ করে B S P।

দুর্গ সিভিল কোর্টে B K Company যে মামলা দায়ের করেছিল তার অন্তর্বর্তীকালীন রায়ও এর মধ্যে এসে যায়। মামলার শুনানির সময় বিচারক বলেছিলেন যে, যেহেতু মামলার বিষয় industrial dispute তাই এর বিচার তাঁর এক্তিয়ারে নয়। পরে যে-কোন কারণেই হোক তাঁর সুর বদলে যায়, তিনি এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারী করেন যে, নিয়োগী সহ C M S S এর তিন নেতা কোন গাড়ির পথ আটকাতে পারবেন না। বলা বাহুল্য শ্রমিকরা এ আদেশকে তোয়াক্কা না করে নিজেদের কার্যক্রম আগের মতই চালিয়ে যেতে থাকেন।

**এপ্রিল** : C M S S সংখ্যার জোরে আগেই A I T U C-র মজদুরদের কাজে যাওয়া থেকে আটকাতে পারতেন, কিন্তু B S P কর্তৃপক্ষ নিজের দিক থেকে আক্রমণের বর্শামুখকে সরাতে মাঝখানে এনে হাজির করেছিল এই ৮০০ শ্রমিককে। বলপ্রয়োগের পথে না গিয়ে CMSS BSP-র উপর চাপ দিতে ১লা এপ্রিল থেকে স্লো ডাউন চালাতে থাকে। লোহা আকরের যোগান খুব কমে যায় বাধ্য হয়ে B S P বাইলাডিলা থেকে টনপ্রতি ৪০০ টাকা খরচে লোহা আকর ভিলাই আনাতে থাকে ( দল্লী রাজহারায় এ খরচ ১০৪ টাকা )

৬ই এপ্রিল : যন্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে দল্লী রাজহারায় সর্বাত্মক হরতাল হয়। শহরের ছোট বড় ব্যবসায়ী, দোকানদার, হকার সবাই এ হরতালে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যোগ দেন, বিকালে এক বিশাল জনসভায় শহরের মানুষের কাছে নিজের বক্তব্যকে পৌঁছে দেয় C M S S।

যে সাড়ে চার হাজার বেকারের কাছ থেকে পয়সা খেয়েছিল S K M S তাদের মধ্যে কেবল ৮০০ জনকেই কাজে লাগানো গিয়েছিল।

ফলে S K M S-এর মিছিলে, সভায় লোকসংখ্যা কমতে থাকে। S K M S-এর পুরানো সদস্যরাও S K M S-এর কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। এদের কাছে নিজেদের জঙ্গী চরিত্র বজায় রাখার জন্য কিছু করা জরুরী হয়ে পড়ে।

১৯শে এপ্রিল : SKMS হরতাল শুরু করে ঠিকাদারী ও সমবায় সমিতি ভুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের বিভাগীয়করণের দাবীতে।

২৮শে এপ্রিল : ৯ দিন হরতাল চালানোর পর ১লা মে রাজীব গান্ধীর ভিলাই আগমনের প্রাক্কালে রাতের অন্ধকারে অকস্মাৎ SKMS স্ট্রাইক প্রত্যাহার করে এই বলে যে, ম্যানেজমেন্ট বিভাগীয়করণের দাবী মেনে নিয়েছে। CMSS খবর নিয়ে জানে যে, এ ধরনের কোন চুক্তিই হয়নি।

**মে** : ১লা মে : SKMS এক মিছিল বার করে। পয়লা মে'র লিফ্‌লেটে রাজীব গান্ধীর কাছে আবেদন করে যে দল্লী রাজহারায় নিয়োগীর দৌরাত্ম্য (!) বন্ধ করা হোক।

২রা মে : BK-র শ্রমিকরা যখন কাজে যাচ্ছেন, তখন CMSS-এর শ্রমিকরা রাস্তায় পিকেটিং করে, এঁদের কাছে বিভাগীয়করণের চুক্তি দেখতে চান। চুক্তি দেখাতে না পারায় এঁদের কাজ থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

SKMS সন্ত্রাস শুরু করে। মুক্তি মোর্চার বিধায়কের জীপে পাথর মারা হয়, ড্রাইভার ও দুজন শ্রমিক গুরুতর আহত হন। গ্রাম থেকে CMSS-এর যেসব সদস্যরা সাইকেল করে কাজে আসেন, তাঁদের ধরে মারা হতে থাকে। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারী করে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয়।

মহামায়া থেকে প্রায় ৯০টি CMSS-এর পরিবারকে উচ্ছেদ করে সংখ্যাধিক ( মহামায়ার ) SKMS-এর দাঙ্গা বাহিনী। আড়িডুংরি খনির ড্রাইভার-হেল্পাররা মাসখানেক আগে লাল ঝাণ্ডা ছেড়ে CMSS-এ এসেছিলেন। তাঁদের সাতটি পরিবারকে আড়িডুংরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

৩রা মে : দুপুর অবধি অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য CMSS প্রশাসনকে সুযোগ দিয়েছিল। প্রশাসন এই হিংসাত্মক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণে নিষ্ক্রীয় থাকায় ৩রা মে দুপুরে CMSS-এর লাঠি-শ্রমিক স্কোয়াড দল্লী রাজহারা শহরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে যেতে আরম্ভ করলে SKMS-এর দাঙ্গাবাজি বন্ধ হয়ে যায়। একটা ব্যাপারে খেয়াল করার মত, CMSS -

এর শ্রমিকেরা এ সময় কোন বিপক্ষীয় সাধারণ শ্রমিককে আঘাত করেনি, যার যা পড়েছে তা SKMS-এর নেতা দেখে দেখে।

৪ঠা মে : অবস্থা পুরোপুরি CMSS-এর নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।

৬ই মে : কোর্ট প্রশাসনকে আদেশ দেয় যে কোন উপায়ে B K Company-র শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিয়ে কাজে নিয়ে যেতে হবে। CMSS-র পিকেটিং জারী থাকে। এখানে প্রশাসনের ভূমিকাটা একটু বোঝা দরকার। প্রশাসন বেশ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। সাধারণতঃ প্রশাসনের BSP আর ঠিকাদারদের মদত করার কথা। CMSS-এর অবরোধ ভাঙার কথা। কিন্তু বারবার CMSS-এর সাথে টক্কর হতে হতে প্রশাসন বুঝে গেছে গুলি না চালিয়ে CMSS-র অবরোধ ভাঙা যাবে না। আর এখন পুলিশ প্রশাসন গুলি চালাতে চায় না, কেননা দুর্গ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোতিলাল ভোরার গৃহ-জেলা এবং এটা নির্বাচনের বছর।

সেদিন সকালে পথ অবরোধ করেছিলেন CMSS-র চার হাজারেরও বেশি মজদুর। BK-র প্রারম্ভিক ৮০০ জনের মধ্যে কট্টর ১৭০ জনই সাহস করে কাজে যেতে এসেছিলেন, তাঁদের সুরক্ষায় ছিল প্রায় ৩৫০ জন স্টেনগানধারী আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান।

দুর্গ জেলার অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার ও তহশীলের SDM এসে CMSS নেতাদের কাছে প্রার্থনা করেন একবার অন্ততঃ কোর্টের আদেশের সম্মানরক্ষার্থে প্রশাসনকে এই ১৭০ জনকে কাজে নিয়ে যেতে দেওয়া হোক। CMSS পথ ছাড়ে।

যেহেতু কোর্টের আদেশে পৌঁছানোর সময় কেবল সুরক্ষার কথা লেখা ছিল তাই পুলিশ বাহিনী এই ১৭০ জনকে কাজে পৌঁছিয়ে ফিরে আসে। এরা কাজের জায়গায় বন্দী হয়ে পড়েন। ১লা এপ্রিল থেকে ১লা মে অবধি CMSS স্লো ডাউন করছিল, ২রা মে থেকে CMSS পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে। 'ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের প্রতিদিন ৪০ লক্ষ টাকা করে লোকসান হতে থাকে ( BSP-র Managing Director-এর বক্তব্য অনুযায়ী )।

কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রকের টনক নড়ে। কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি- মন্ত্রী মাখনলাল ফোতেদার আলোচনার জন্য CMSS নেতাদের ডেকে পাঠান।

২২শে মে : ফোতেদারের সাথে নিয়োগীর আলোচনা হয়। ফোতেদার পুরো বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেন যে মেশিনীকরণকে রদ করার ক্ষমতা তাঁর নেই। কেননা এটি জাতীয় শিল্পনীতিরই একটা অংশ। বিভাগীয়করণের দাবীকে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করে বলেন যে মন্ত্রকের স্তর থেকে দল্লী রাজহারার ১০ হাজার ঠিকাশ্রমিককে বিভাগীয় করলে সারা ভারতে খনিতে কার্যরত আরও প্রায় একলাখ ঠিকা শ্রমিককে বিভাগীয় করার দায়িত্ব আসবে মন্ত্রকের উপর। তাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে ভিলাই স্টীল প্ল্যান্টের স্তরেই নিতে হবে।

২৪শে মে : ২রা মে থেকে CMSS হরতালে গিয়েছিল হিংসাত্মক ঘটনাবলীর প্রতিবাদে। আইন শৃংখলার পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসায় CMSS-এর শ্রমিকরা ২৪শে মে কাজে ফিরলেন। কিন্তু BSP-র উপর চাপ বজায় রাখতে স্লো ডাউন চালু রাখলেন।

২৫শে মে : ৬ই মে থেকে B K-র শ্রমিকরা কাজের জায়গায় কার্যতঃ বন্দী ছিলেন। কেউ কাজের জায়গা থেকে ঘরে ফিরতে চাইলে ফিরতে দেওয়া হতো, কিন্তু আবার কাজে যেতে গেলে অথবা নতুন কেউ কাজে যেতে গেলে তাঁদের আটকানো হচ্ছিল।

S K M S-এর সার্বিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল, তারা মরণ কামড় দিল ২৫ শে মে। গ্রাম থেকে আসা C M S S-এর চার-পাঁচজন শ্রমিককে S K M S অফিসের সামনে মারা হলো। তারপর এরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের চাপ দিল যে, C M S S-এর সদস্যদের জিনিসপত্র বেচা চলবে না। ব্যবসায়ীরা আপত্তি করায় দুজন ব্যবসায়ীকে মারল S K M S-এর গুণ্ডারা।

C M S S-এর অফিসে সাথীদের উপর হামলার খবর পৌঁছানো মাত্র C M S S-এর ২ হাজার জঙ্গী শ্রমিক চারিদিক থেকে সাঁড়শী আক্রমণে গুণ্ডাদের ঘিরে ফেললেন। বেছে বেছে কিছু নেতাকে মার দেওয়া হলো, গুণ্ডারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীদের উপর মারের খবর পেয়ে ক্রুদ্ধ ব্যবসায়ীরা এক জোট হয়ে S K M S অফিস দখল করে নিলেন। A I T U C-র রাজ্যস্তরের কিছু নেতা মার খেলেন। পুলিশের হস্তক্ষেপে নেতারা রক্ষা পেল।

**জুন** : দল্লী রাজহারা এখন শান্ত, S K M S নীরব, B S P শিখণ্ডী খাড়া করার চালে হেরে এখন C M S S-এর সাথে দফায় দফায় আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছে। C M S S-এর স্লো ডাউন চলছে। কবে ফয়সালা হবে কিছু ঠিক নেই। ১২ বছরের জীবনে অনেক লম্বা লম্বা লড়াই লড়েছে C M S S মাসের পর মাস। বছরের পর বছর লম্বা লম্বা হরতাল চালিয়েছে। শ্রমিকরা অবিচল থেকে বার বার জয় লাভ করেছেন। এবারের আন্দোলন তো মাত্র ছ মাস হলো, অনেক লম্বা লড়াই চালানোর প্রস্তুতি দল্লী রাজহারার খনি-শ্রমিকদের। দেথা যাক্ শেষ অবধি কি হয়।

## উপসংহার :

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে দুটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা মাথায় আসে।

১. C M S S একটি ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল নয়। যে মুহূর্তে শ্রমিকদের দাবীগুলি (গ্র্যাচুইটি, CL/FL ও বিভাগীয়করণ) পূরণ হবে তখন থেকে মেশিনীকরণ বিরোধী আন্দোলন চালানোর এক্তিয়ার C M S S-এর থাকবে না। তখন রাজনৈতিক কোন দল বা গ্রুপকে এই দায়িত্ব নিতে হবে, যাঁরা মেশিনীকরণের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনপ্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। অবশ্য C M S S-এর সহযোগী সংগঠন ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা সে ভূমিকা পালন করতে পারে।

২. সরকার আধুনিকীকরণের নামে মেশিন আমদানী ক'রে শ্রম সংকোচনের চেষ্টা করেছে ভারতের প্রতিটি কোণে, প্রায় প্রতিটি শিল্পে। দল্লী রাজহারার মেশিনীকরণ এক দশকের বেশি রোখা গেছে এটা ঠিক। কিন্তু খুব বেশি দিন এই অবরোধ চলতে পারে না যদি না ভারতের অন্যান্য প্রান্তে সমধর্মী সংগঠনগুলি নিজের নিজের ক্ষেত্রে জোরদার মেশিনবিরোধী সংগ্রাম গড়ে তোলেন।

## সংযোজন :

উপরের লেখাটি ১৯৮৯-এর জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লেখা। তারপরও দুমাস আন্দোলন চলে। সেই আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জী ছিল এরকম :

১৩ই জুন : ম্যানেজমেন্ট শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। সি এম এস এস সদস্যদের স্লো ডাউনের মোকাবিলা করতে তারা মহামায়া খনি থেকে শভেল দিয়ে ট্রাক ভরে দল্লী প্ল্যান্টে পাঠানোর চেষ্টা করে। শ্রমিকরা পথ অবরোধ করেন।

ঐ দিনই দ্বিতীয় আক্রমণ নামে অন্যদিক থেকে। ম্যানেজমেন্ট কলকাঠি নেড়ে ট্রাক মালিকদের একাংশকে ধর্মঘটে নামিয়ে দেয়। সেই ট্রাক মালিকদের বক্তব্য হলো : স্লো ডাউনের ফলে তাদের পড়তায় পোষাচ্ছে না। অর্থাৎ, শ্রমিকদের পুরো উৎপাদন করতে হবে, আন্দোলন তুলে নিতে হবে। অবশ্য ট্রাক মালিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই কুচক্রান্তের বিরোধিতা করেন।

১৪ই জুন : স্টীল কর্তৃপক্ষ কোর্ট অর্ডার বার করে এই মর্মে যে তাদের রাস্তায় ট্রাকের পথ অবরোধ করা যাবে না।

মহামায়া থেকে দল্লীর রাস্তার পুরোটাই বি এস পি-র দখলে, কেবল একজায়গায় গোটুলগুণ্ডা গ্রামের কাছে একটুকরো জমি রাজ্য সরকারের। শ্রমিকরা সেখানেই পথ অবরোধ করা শুরু করলেন।

৩রা জুলাই : ডোণ্ডী লোহারার তৎকালীন বিধায়ক ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার জনকলাল ঠাকুর অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসেন। দাবী :

ক) ঠিকাদারী প্রথায় কার্যরত সমস্ত খনি শ্রমিকদের বিভাগীয়করণ করতে হবে।

খ) ঠিকাদারী খনি শ্রমিকদের বি এস পি-র নিয়মিত শ্রমিক কর্মচারীর সমান হারে গ্র্যাচুয়িটি, ক্যাজুয়াল লীভ, ফেষ্টিভ্যাল লীভ, ইত্যাদি দিতে হবে।

গ) দল্লী-রাজহারার দুটি অনুন্নত জনবহুল শ্রমিক বস্তি, পণ্ডর দল্লী ও ভগোলী পাড়ার দুর্গম নালার উপর বি এস পি—কে সেতু নির্মাণ করতে হবে। ইত্যাদি।

১৪ই জুলাই : ভিলাইতে এক সমঝোতা আলোচনা ব্যর্থ হলো। বি এস পি অন্যান্য দাবী মেনে নিতে চাইলেও ইউনিয়নের কাছে প্রতিশ্রুতি চায় যে, তারা কোণ্ডেকশা 'বি' ব্লকে মেশিনীকরণের বিরোধিতা করবেন না। ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

১৬ই জুলাই : খনিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট।

১৮ই জুলাই : বিশাল জনসভা।

২১শে জুলাই – অনশনের ১৯ তম দিনে জনকলালের শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এ ক'দিনে ৬ কেজি ওজন কমে যায়। ব্লাড প্রেসার কমে যায়, সরকারী ডাক্তার প্রস্রাব পরীক্ষায় কিটোনের উপস্থিতি পান। প্রশাসন বারবার অনুরোধ উপরোধ করতে থাকে অনশন ভঙ্গ করতে।

জনকলাল যে দাবীগুলি নিয়ে অনশনে বসেছিলেন তাদের মধ্যে বি এস পি-র কাছে দাবী ছাড়াও কয়েকটি দাবী ছিল সরকারের কাছে। জেলাশাসক সে দাবীগুলি মেনে নেন এবং বি এস পি ম্যানেজমেন্টের ওপর সমঝোতার জন্য চাপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ৭ হাজার শ্রমিকের সভা জনকলালের অনশন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। জনকলালকে শহীদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অনশনে বসলেন শংকর গুহনিয়োগী।

১লা আগস্ট—নিয়োগীর দ্রুত স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকলে সরকারী ডাক্তারের পরামর্শে পুলিশ অনশনভঙ্গের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডোণ্ডীর সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করে।

শ্রমিকরা রিলে—অনশন শুরু করেন এবং ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দেন যে, ৭২ ঘন্টার মধ্যে দাবী মানা না হলে, লোহা আকরবাহী ট্রেনের পথ অবরোধ করা হবে।

২রা আগস্ট : জেলা আদালত ইউনিয়নের উপর ১৪ তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিতাদেশ দেয় যাতে শ্রমিকরা রেল লাইন বন্ধ করতে না পারে।

আদালতের একটি পূর্বনির্দেশ ছিল যে সি এম এস এস বি কে কোম্পানীর মেশিন বা শ্রমিকদের পথ অবরোধ করতে পারবেন না। ঐ আদেশের বলে এদিন বি কে কোম্পানী তিনটি মেশিনভর্তি ট্রাক দল্লী খনিতে পাঠানোর চেষ্টা করে। সি এম এস এস সদস্যরা আদালতের আদেশ অগ্রাহ্য করে পথ অবরোধ করেন।

৩রা আগস্ট : এ আই টি ইউ সি, বি কে-তে কার্যরত শ্রমিকদের মিছিল করে ট্রাকের সাথে পাঠায়। সি এম এস এস সদস্যরা একটি খারাপ ট্রাক এমনভাবে রাস্তায় ফেলে রাখেন যাতে ট্রাক নিয়ে মিছিল যেতে না পারে।

১০ই আগস্ট : মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুখ্যসচিব বি এস পি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং দুর্গ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারকে ভূপালে ডেকে পাঠান। আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বি এস পি-র ওপর চাপ দেন সি এম এস এস-এর দাবীগুলি মেনে নেওয়ার জন্য।

১২ই আগস্ট : রাত নটায় সি এম এস এস ও বি এস পি-র মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৩ই আগস্ট : রায়পুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের উপস্থিতিতে চুক্তি হয়।

১৪ই আগস্ট : বিজয় দিবস ও শপথ দিবস। শপথ - মেশিনীকরণের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামের।

## সমঝোতা চুক্তি :

১. ঠিকাদারী ও সমবায়ভুক্ত প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক গ্র্যাচুয়িটি পাবার অধিকারী হলেন। ( ১৯৭২-এ গ্র্যাচুয়িটি আইন প্রণীত হওয়ার পর ভারতে এই প্রথম ঠিকাদারী শ্রমিক গ্র্যাচুয়িটি পেলেন। )

২. পেলেন সবেতন ৭ দিন ক্যাজুয়াল লীভ ও ৫ দিন ফেস্টিভ্যাল লীভ।

৩. সি এম এস এস কোণ্ডেকসা 'বি' তে মেকানাইজড মাইনিং সাময়িকভাবে রুখে দিলেন। বি এস পি আকর স্তরের উপরের মাটি ও অপ্রয়োজনীয় পাথরের স্তরকেই কেবল শভেল ও বুলডোজার দিয়ে সরাতে পারবে। তারপর মাইনিং কি পদ্ধতিতে হবে তা বি এস পি, সি এম এস এস-এর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করবে।

৪. যতদিন বর্তমান প্রজন্মের শ্রমিকরা আছেন, ততদিন কোণ্ডেকসা 'এ', ময়ূরপানি ও ঝরণদল্লী-তে মেশিনীকরণ হবে না।

৫. বিভাগীয়করণের কাজ শুরু করা হবে।

## তারপর দু'বছর :

১২-১৩ আগস্টের সমঝোতার পর ২ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। এ দু'বছরে বি এস পি ভলান্টারী রিটায়ারমেন্টের সোনার ডিম দেখিয়ে শ্রমিক সংখ্যা কমানোর চেষ্টা করেছে, সফলতা বিশেষ পায়নি। বিভাগীয়করণের প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ। বি এস পি বিভাগীয়করণের সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় আনফিট করে শ্রমিকসংখ্যা কমানোরও স্বপ্ন দেখছে।

আজ :

সি এম এস এস-এর অন্যতম প্রধান নেতা নিয়োগীর হত্যার পর বিভিন্ন শত্রুশক্তি আজ লাল-হরা সংগঠনের উপর নানা দিক থেকে আক্রমণ নামানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দল্লী রাজহারার খনি শ্রমিকরা একথা বুঝতে পেরে পাল্টা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বর্তমান শিল্পনীতির বিরুদ্ধে সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্য সংগঠনগুলির সাথে দৃঢ় মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। মেশিনীকরণের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড়ের মানুষকে সামিল করার উদ্যোগ নিচ্ছে ছত্তিশগড় প্রগতিশীল যুবা সংঘ।

*ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ*

(ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা-র সৌজন্যে প্রাপ্ত)

# দল্লী-রাজহারার জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

রাজহারার শহীদ হাসপাতাল 'মেহনত কশোঁ কে লিয়ে মেহনত কশোঁকা আপনা কার্য্যক্রম' অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব কার্যক্রম। শহীদ হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে ১৯৮৩-তে, তারও বছর ছয়েক আগে হাসপাতালের বীজ বপন করা হয়েছিল। হাসপাতাল স্থাপনের আগে এবং পরে নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য আন্দোলনের এক ধারা চলে আসছে রাজহারায়।

১৯৭৭-এ দল্লী রাজহারার লোহাখনি শ্রমিকরা দুটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের জোয়াল ছেড়ে নতুন ইউনিয়ন গড়ে তোলেন—CMSS—ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ। ৭৭-এ শ্রমিক সংঘের 'সহসভাপতি' এক মহিলা স্থানীয় খনি হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যান। নিজস্ব হাসপাতাল তৈরীর চিন্তা সেদিন খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে শ্রমিকদের মনে। ভাবনা চিন্তা আরও সচেতন রূপ নেয় '৭৯-তে। শ্রমিক সংঘ প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়নবাদের শেকল ছিঁড়ে যখন কেবল অর্থনীতিবাদ নয়, শ্রমিকের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে ভাবা ও কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭৯-তে শ্রমিক সংঘ ১৭টি বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়, শ্রমিক-কৃষকের যুক্তফ্রন্ট, জাতীয়তার মুক্তি, নারীমুক্তি, মদ্যনিষেধ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রভৃতির পাশাপাশি ছিল জনস্বাস্থ্য। ট্রেড ইউনিয়ন তো আন্দোলনের হাতিয়ার, তাহলে কেন হাসপাতাল তৈরীর মত নির্মাণমূলক কাজ হাতে নিল CMSS ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে CMSS-এর 'সংঘর্ষ ও নির্মাণ'-এর নীতিকে বুঝতে হবে। একদিকে সমাজ পরিবর্তনের সংঘর্ষ (আন্দোলন) ও তার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক ছোট ছোট কিছু নির্মাণ। এই গঠনমূলক কাজগুলির মধ্যে আছে কয়েকটি স্কুল, হাসপাতাল, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ইত্যাদি। সংস্কারমূলক গঠন কাজের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য হলো এই যে, এদের মধ্যে সবকটিই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া গঠনমূলক কাজগুলির মধ্য দিয়ে আগামী শোষণহীন সমাজের ছোট ছোট একেকটা অংশকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়, যেগুলি দেখে মানুষ তার সংগ্রামে অনুপ্রেরণা পায়।

শহীদ হাসপাতালকে কেন্দ্র করে যে স্বাস্থ্য আন্দোলন তাকে একটা পরীক্ষা (Experiment) বলা যায়. এই পরীক্ষার নানা বিশিষ্টতা আছে, আছে উপলব্ধি, কিছু ভুল ভ্রান্তি। এক এক করে সেসব দিকগুলিকে দেখা যাক।

১. রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলন মূলতঃ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের পরিচালনায় বেড়ে ওঠা একটি আন্দোলন। কোন ডাক্তার বা বুদ্ধিজীবীর প্রাথমিক উপস্থিতি ছাড়াই এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় '৭৯-এ মদ্য নিষেধ আন্দোলন, সাফাই আন্দোলনের রূপে।

( ডাক্তাররা আসেন '৮১-তে ) ৮১-তে স্বাস্থ্য আন্দোলন চালানোর জন্য 'স্বাস্থ্য কমিটি' তৈরী হয় শ্রমিকদের নির্বাচিত শতাধিক প্রতিনিধিদের নিয়ে। স্বাস্থ্য প্রচার, 'ইউনিয়ন অফিসের পাশে ছোট্ট শহীদ ডিস্‌পেনসারী', হাসপাতাল নির্মাণ বা হাসপাতাল পরিচালনা সব কিছুতেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছেন সংগঠনের অগ্রণী শ্রমিকরা। )

২. শহীদ হাসপাতাল গড়ে উঠেছে পূর্ণতঃ স্থানীয় সমর্থনের উপর, শ্রমিকরা বার বার অর্থনৈতিক আন্দোলনে জিতে চাঁদা দিয়ে দীর্ঘ ৮ বছর ধরে একেক করে গড়ে তুলেছেন প্রথমে ১৫ বেডের হাসপাতাল, তারপর ৪০ বেডের দোতলা হাসপাতাল, আধুনিক অপারেশন থিয়েটার। কেনা হয়েছে প্রয়োজনীয় বহুমূল্য যন্ত্রপাতি, এম্‌বুলেন্স। বাইরের উপর নির্ভরতা কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে—ছত্তিশগড় এই স্বাস্থ্য আন্দোলনকে ডাক্তার বা প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত নার্স জোগায়নি, ছত্তিশগড়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পশ্চাৎপদতাই যার কারণ। ডাক্তার বা নার্স সবাই পশ্চিমবাংলার বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনের ফসল, যে আন্দোলনের অবশ্য দেশ-জাতির ভেদ নেই।

C M S S-এর কাছে এর বিকল্প সহজ কোন রাস্তা ছিল না কি ? অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রকল্পের মত সরকারী, বেসরকারী বা বিদেশী অনুদানের প্রস্তাব, প্রলোভন এসেছে বারে বারে।

সচেতনভাবে C M S S এই প্রলোভনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কেননা বাইরের অর্থ সাহায্যের অর্থ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাইরের নিয়ন্ত্রণ।

৩. স্বাস্থ্য আন্দোলনের শুরুর দিনগুলিতে নিরাময়কারী চিকিৎসা (Curative Medicine) ও প্রতিষেধক চিকিৎসা (Preventive Medicine) নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মীদের ভিতর। কিছুজন হাসপাতাল তৈরীর বিপক্ষে ছিলেন, হাসপাতাল তৈরী হলে স্বাস্থ্যপ্রচার ব্যাহত হবে এ ছিল তাঁদের আশংকা।

পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা বলে, ডিস্‌পেনসারী চালানো বা হাসপাতাল চালানোর মত কাজগুলি স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি তো করেইনি বরং পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্য আন্দোলন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেছে চিকিৎসামূলক কাজের মধ্যে দিয়ে। স্থানীয় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কুসংস্কার, মুনাফালোভী হাতুড়ে ও চিকিৎসক চক্রের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতির বিপক্ষে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি মানুষের বিশ্বাস জেগেছে চিকিৎসামূলক কাজের মধ্যে দিয়েই।

৪. রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলন মেহনতী মানুষের বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের একটা অঙ্গ।

এই আন্দোলনের কর্মীদের উপলব্ধি হলো – প্রায় সব কটি স্বাস্থ্য সমস্যাই মূলতঃ আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলে অধিকাংশ রোগেরই প্রতিরোধ ( Prevention ) সম্ভব নয়। এবং বৃহত্তর আন্দোলনের অংশ না হতে পারলে স্বাস্থ্য আন্দোলন আংশিক সফলতাও পেতে পারে না। এই বক্তব্যটা বোঝানোর জন্য একটা উদারহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

পেটের অসুখ গরীব দেশগুলোর স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক এবং মারাত্মক। দেখা গেছে অপুষ্টিগ্রস্ত শিশুদের পেটের অসুখ বেশী হয়, রোগ জীবাণু মূলতঃ পানীয়জল ও কিছু পরিমাণে পচা খাবার বা খোলা খাবারের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। যেসব মানুষকে ছোট ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হয়, তাঁরা দ্রুত মহামারীতে আক্রান্ত হন। পেটের অসুখ প্রাণঘাতী হয় প্রধানতঃ শরীরে জলের অভাব হলে, অথচ নুন চিনির সরবতের ব্যবহার জানা থাকলে সাধারণ যে-কোন মানুষ এর প্রতিকার বা প্রতিকার করতে পারেন। উন্নত যেসব

দেশগুলি পেটের অসুখকে কাবু করতে পেরেছে সেসব দেশে একাজ সম্ভব হয়েছে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, বাসস্থান, সুষম খাদ্য, শিক্ষা ( পুষ্টি সংক্রান্ত ও সরবতের ব্যবহার সংক্রান্ত )-র মাধ্যমে অর্থাৎ আর্থসামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে।

কিছু কিছু স্বাস্থ্য প্রকল্প (মূলতঃ সরকারী ) কেবল ওষুধ দিয়ে পেটের অসুখের চিকিৎসার ওপর জোর দেয়। কিছু কিছু সংস্কারবাদী স্বাস্থ্য প্রকল্প ( মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ) পেটের অসুখ প্রতিরোধের জন্য জল ফুটিয়ে খেতে বলে আর চিকিৎসার জন্য শরবতের প্রচার করে ; এরা ভাবে না যে, যেখানে খাবার পয়সা জোটে না, সেখানে জল ফুটিয়ে খাবার জন্য কাঠ বা কয়লা আসবে কোথা থেকে ! এদের প্রচারে সুষমখাদ্য, বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত এসব দিকগুলি অনুচ্চারিত থেকে যায়।

রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলন কিভাবে সমস্যাটা নিয়ে কাজ করেছে দেখা যাক।

শুরু থেকে পেটের অসুখের আর্থসামাজিক কারণ, ওষুধের অপ্রয়োজনীয়তা ও শরীরে জলের অভাব দূর করার গুরুত্ব প্রচারে স্থান পেয়েছে। পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের দাবী নিয়ে এসব করা হয়েছে, শ্রমিক সংঘ আন্দোলন করে পানীয় জলের নলকূপ বসাতে প্রশাসনকে বাধ্য করেছে। কিন্তু আসলে পেটের অসুখকে যে পরিমাণে কাবু করা গেছে রাজহারায় তার কারণ গত ১৩ বছরে লাগাতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও পরিবেশগত প্রভূত উন্নতি।

৫. রাজহারা স্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদের কার্যক্রমকে এভাবে দেখেন –

ক) বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির কার্য্যক্রম

খ) জন শিক্ষার মাধ্যম।

গ) সংগ্রামের হাতিয়ার।

ক) শহীদ হাসপাতাল তার উত্তরণের প্রতিটি স্তরে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি পৌঁছে দেবার লড়াই চালিয়ে এসেছে। শুরুর দিনগুলিতে হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় ইঞ্জেকশন না লাগানোর কারণে স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের এক বড় অংশের বিরোধিতার মোকাবিলা করতে হয়। ( এ অঞ্চলের মানুষের ইঞ্জেকশনের ওপর মোহ প্রচুর )। অপ্রয়োজনীয় ওষুধের বদলে ঘরোয়া চিকিৎসা ( যেমন পেটের অসুখে ওষুধ বনাম ঘরে বানানো নুন চিনির সরবৎ, কাশিতে কফ সিরাপ বনাম গরম জলের ভাপ, জ্বরে অ্যানালজিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর ওষুধ বনাম ঠাণ্ডা জলে গা মোছানো ইত্যাদি ) প্রচারে ও হাসপাতালে এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে এসবের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করা গেছে।

এ হাসপাতালে কোন অবস্থাতেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রয়োজনীয় ওষুধ তালিকার বাইরে ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। পরিহার করার চেষ্টা করা হয় Combination drugs। চেষ্টা করা হয় সাধ্যমত brand name-এর ওষুধ ব্যবহারের।

খ) এই স্বাস্থ্য কার্যক্রম জনশিক্ষার কাজ চালায় বিভিন্ন ভাবে – শুরু আউটডোরের বা ইনডোরের রোগীদের সঙ্গে রোগ সম্বন্ধে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন আলোচনায়, মহল্লায় ও গ্রামে প্রচার কাজের মধ্যে। ব্যবহার করা হয় পোস্টার, পোস্টার প্রদর্শনী, স্লাইড, জাদু, দেওয়াল পত্রিকা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পুস্তিকাগুলি। গত আটমাস ধরে প্রতি দুমাসে 'লোকস্বাস্থ্য শিক্ষামালা'র স্বাস্থ্য পুস্তিকা বার করা হচ্ছে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে নিয়ে।

জনশিক্ষা মূলতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রিভূত।

অ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

আ) হাতুড়ে মুনাফালোভী চিকিৎসকদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির মুখোশ খুলে দেওয়া।

ই) চিকিৎসা বিজ্ঞানকে জনবোধ্য করে তোলা, মানুষের হাতে চিকিৎসার জ্ঞান পৌঁছে দেওয়া যাতে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা নিজেরা সামলাতে পারেন।

ঈ) বহুজাতিক ও দেশী ওষুধ কোম্পানীগুলির শোষণ লুন্ঠন সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা।

শিক্ষার কাজের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য কর্মী প্রশিক্ষণ। প্রথম পর্বে যাঁরা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁরা জীবিকায় খনি শ্রমিক, এঁদের মূল কাজ প্রচারের। তবে এঁরা নিজের নিজের মহল্লায় সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির চিকিৎসাতেও সক্ষম। পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রতি শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বেয়ার-ফুট ডাক্তার ধরনের এক বাহিনী তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া আছে হাসপাতালের চিকিৎসাকর্মী প্রশিক্ষণের জন্য সাত মাসের কার্যক্রম যাতে মূলতঃ শ্রমিক বা কৃষক পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

(গ) মেহনতী মানুষের সংগ্রামের পাশে বারবার দাঁড়িয়েছে স্বাস্থ্য কার্যক্রম। লাল-সবুজ (ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা) পরিবারের যে কোন সংগঠন যখন আন্দোলনে অথবা হরতালে, তখন তার যে-কোন সদস্যের পূর্ণ চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় শহীদ হাসপাতাল।

পানীয় জলের দাবীতে প্রচার ও দাবী নিয়ে শ্রমিক সংঘের আন্দোলনের কথা আগেই বলেছি। এই আন্দোলনের ফলে রাজহারা ও সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে সরকার ১৭৯টি নলকূপ বসাতে বাধ্য হয়েছে।

দল্লী রাজহারায় আগে সরকারী হাসপাতাল ছিল না। ভিলাই ইস্পাত প্রকল্পের হাসপাতালও ছিল অপর্যাপ্ত। শ্রমিক হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সরকারকে বাধ্য করেছে রাজহারায় একটি ও ডোণ্ডী লোহারা বিধানসভা ক্ষেত্রে সাতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে। ইস্পাত প্রকল্প বাধ্য হয়েছে শতাধিক বেডের হাসপাতাল বানাতে।

এছাড়া স্বাস্থ্য আন্দোলন যখন অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তখন সে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ বিরোধী সংগ্রামে সামিল হয়ে যায়, ওষুধ শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানির শোষণের বিরোধিতায় সে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

৬. দল্লী রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলনের কিছু সমস্যা–

ক) প্রথম পর্যায়ে মানুষের কাছে স্বাস্থ্যের কথা পৌঁছোনোর ভাষা ও প্রচার পদ্ধতির সমস্যা ছিল। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে, ভুল থেকে শিখে এসব সমস্যা কিছুটা দূর করা গেছে। সাধারণতঃ স্বাস্থ্য পুস্তিকা বা স্বাস্থ্য-প্রচার সামগ্রী যাঁরা তৈরী করেন তাঁরা জনগণের শুভাকাঙ্খী হলেও সাধারণভাবে জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বড় শহরে বসে প্রচার সামগ্রী তৈরী করেন অথবা বিদেশী কোন স্বাস্থ্য প্রকল্পের অনুকরণ-অনুসরণ করেন। প্রচার সামগ্রী জনতার কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার কোন মাপকাঠি এঁদের কাছে থাকে না। রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলনের মানুষের সাথে নাড়ীর যোগ থাকায় এ সমস্যা সে দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারছে।

খ) শহীদ হাসপাতাল শ্রমিকদের হাসপাতাল। পরিচালনার কাজ করেন মুখ্যভাবে শ্রমিকরাই। শ্রমিকরা ম্যানেজারের ভূমিকায় এলে কখনও কখনও কিছু সমস্যা দেখা যায়—নিজের কর্মস্থলে ম্যানেজারের কাছ থেকে তাঁরা যে ধরনের ব্যবহার পান, তারই প্রতিফলন তাঁরা কখনও কখনও ঘটান হাসপাতালের বেতনভোগী কর্মীদের ওপর। তবে দেখা গেছে, লাগাতার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ প্রবণতার মোকাবিলা করা সম্ভব।

গ) হাসপাতালের বেতনভোগী কর্মীরা সবাই শ্রমিক অথবা কৃষক পরিবারের। বাছাই করার সময় মুক্তিমোর্চার রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসকেও খুঁটিয়ে দেখা হয়। তা সত্ত্বেও কিছু জনের মধ্যে এধরনের মানসিকতা দেখা যায় যে, তাঁরা হাসপাতালে চাকুরীরত মাত্র। স্বাস্থ্য রাজনীতি, সাধারণ রাজনীতি ও সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে নিয়মিত চর্চা এবং সাংগঠনিক অন্যান্য কাজে (স্বাস্থ্য কাজ ছাড়াও) অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে।

ঘ) হাসপাতাল পরিচালনায় অতিগণতান্ত্রিকতা ও কেন্দ্রিকতার একটি দ্বন্দ্বও রয়েছে।

পরিচালনা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কমিটিতে শ্রমিক স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার ও অন্য চিকিৎসা-কর্মীরা সবাই আছেন, সবারই ক্ষমতা সমান। এ জায়গা থেকে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা না করা, নির্দেশ মানা না মানার প্রবণতা মাঝে মাঝে দেখা যায়। আর এই প্রবণতার বিপরীতে অতি কেন্দ্রিকতার ঝোঁকও দেখা যায় মাঝে মাঝে। তবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পদ্ধতি প্রয়োগের নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় এখন আছে এ স্বাস্থ্য আন্দোলন।

ঙ) আরেকটি বড় সমস্যা ডাক্তার-বুদ্ধিজীবীদের অভাব, ছত্তিশগড় যে এ আন্দোলনকে ডাক্তার যোগাতে পারেনি, তার কারণ দূর করা স্বাস্থ্য আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব নয়। ছত্তিশগড়ের ছাত্র যুব আন্দোলনের বিপ্লবী বিকাশই এ কারণ দূর করতে পারে।

৭. এবার আসা যাক সেসব ক্ষেত্রের ব্যাপারে, যেসব ক্ষেত্রে এ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেনি।

ক) দেশজ চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয়ের ব্যাপারে এখনও অবধি কিছু করা যায়নি।

খ) আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, আকুপাংচার প্রভৃতি ধারাকে সম্মিলিত (integration) করার দিকেও কোন কাজ হয়নি। এর প্রধান কারণ, এখনও অবধি যেসব চিকিৎসক এখানে কাজ করেছেন তাঁরা সবাই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত।

গ) পেশাগত রোগ চিকিৎসা (Occupational health) নিয়েও বিশেষ কাজকর্ম এখনও অবধি করা যায়নি প্রধানতঃ যোগ্য লোকের অভাবে।

পরিশেষে জানাই, রাজহারার স্বাস্থ্য আন্দোলন কয়েক হাজার শ্রমিক, কয়েকশ শ্রমিক নেতা, বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসাকর্মীর যৌথ প্রয়াসের ফল। তাই সংগঠনের প্রতিটি কর্মী, সর্বদাই একথা স্মরণ ক'রে, ব্যক্তির উর্ধে রাজনীতিকে ও সংগঠনকে প্রাধান্য দেবার গভীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

*ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ*

(ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা-র সৌজন্যে প্রাপ্ত)